OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 737 - 749
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

স্মৃতি অধ্যয়ন ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সাংস্কৃতিক চেতনা, পাঠ-প্রক্রিয়া ও ইতিহাস নির্মাণ

ড. মনামী বসু
বাংলা বিভাগ, মহেশতলা কলেজ
Email ID: mbasu80@gmail.com
0009-0002-4917-8099

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Literary Historiography, Memory Studies, Cultural consciousness, race, reconstruction of literary historiography, colonial hangover, political and radical influences, History and Narratives.

Abstract
Memory Studies has emerged as a powerful framework in rethinking literary historiography. Literature is not merely a site of aesthetic creativity but also a repository of national identity, cultural memory, and collective experience. Theorists such as Pierre Nora, in his concept of "Lieux de Mémoire" and Paul Ricoeur, through his reflections on "Memory, History and Forgetting", emphasize that memory acts as a central mode of reconstructing history. In the Bengali context, literary historiography has been deeply shaped by collective memory of socio - cultural religious chronological faith or practices, colonial encounters, nationalist struggles, partition trauma, and socio-political movements. This paper explores the methodological significance of 'Memory Studies' in rewriting Bengali literary history, examining how memory intersects with narrative, identity, and cultural consciousness. By engaging with English quotations from modern theorists alongside Bengali literary references, the paper argues that the study of memory is indispensable for constructing a dynamic, plural, and living tradition of Bengali literary history.

Discussion

১. ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যচর্চা কেবল নান্দনিকতা বা কাব্যিক অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য হল একদিকে সমাজ-ইতিহাসের প্রতিফলন, অন্যদিকে স্মৃতির ধারক ও বাহক। "History is not only the record of the past, it is the interpretation of memory" - এই কথাসূত্র ধরেই দুটি প্রতর্কমূলক উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি –

> (a) To articulate the past historically does not mean to recognize it 'the way it really was' (Ranke). It means to seize hold of a memory as it flashes up at a moment of danger.[1a]
> (b) Memory is absolute, while history is always relative; history is a representation of the past.[1b]

— এই উক্তি দুটি স্মৃতি ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে। সাহিত্য ইতিহাসের ধারায় ব্যক্তিগত স্মৃতি, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও জাতিগত ঐতিহ্য পরস্পর মিলেমিশে এক বৃহৎ সৃষ্টিকে জন্ম দেয়। আমরা যেকোনও সাহিত্যের ইতিহাস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নির্মাণের ক্ষেত্রেই এই কথাটি বলতে পারি। History cannot be written in a vacuum state, এ'কথাটাও আমরা সবাই জানি। এই নির্মাণের কাজ, এই ইতিহাস নির্মাণের কাজে তাই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি - রচয়িতার নিজস্ব অভিজ্ঞান, দর্শন। স্মরণীয় কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী'র 'ভূতার্থকথনে'র কথা। এছাড়াও তিনি 'রাজতরঙ্গিণী'তে বলেছিলেন -

(ক) nṛpāṇāṃ tu guṇā doṣāḥ prajānāṃ ca sukhāsukhē |
sarvaṃ tad abhilikhyeta yathānyāyyaṃ nirākulam || (I.19) এবং
(খ) bhūtārtha-kathane yasya sthēyasyeva Sarasvatī ||[2]

– 'panegyric' নয়, সত্য ও নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালের তথ্য পরিবেশন এখানে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বস্তু ছিল, কোনও রাজতোষণের মনোভাব এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কলহণের ইতিহাসকে পরিবেশন করার মনোভঙ্গী পরবর্তীকালে বহুস্বরিক পাঠ নির্মাণ করেছিল। উল্লেখযোগ্য ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের দুটি মন্তব্য -

> (ক) Kalhaṇa in the twelfth century clearly differentiates between praise poetry and historical writing. In the preface to the Rājataraṅgiṇī he insists on impartiality (yathānyāyyaṃ nirākulam) and records not only the virtues and faults of kings but also the happiness and misery of their subjects (prajānām ca sukhāsukhē). History, to him, was a moral and social narrative, not merely a royal chronicle."[3]
>
> (খ) Kalhaṇa's sense of objectivity and his inclusion of the people's welfare in his account make his work closer to what we today regard as history, rather than the eulogistic rāja-carita tradition."[4]

— সুতরাং, অতীতের কথা বা ইতিহাসের কথা যখন কেউ 'narrate' করেন, অর্থাৎ 'বলেন' তখন একটা অদৃশ্য পরিমিতবোধ, দায়িত্ব, ইতিহাসকথনে সত্য পরিবেশনের দায় উপেক্ষা করা যায় না। স্মৃতির কথনে যখন বহুস্বর থাকে তখন সেটি একপাক্ষিক narrative হয় না। এই নির্মাণে আবার যদি ইতিহাস জড়িত থাকে, সেখানে ইতিহাস - লেখকের পক্ষপাতহীন দর্শন প্রয়োজন। তাই স্মৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য নিয়ে যখন কোনও সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ হয় তখন বিভিন্ন parameter এ তাকে দেখার প্রয়োজন। সাহিত্য ইতিহাসবিদদের সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন, যাতে সাহিত্য ইতিহাস কোনও প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে।

২. স্মৃতি অধ্যয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি : Maurice Halbwachs এর 'Collective Memory'-র কয়েকটি statement তুলে ধরেছি -

ক) 'On the Social Nature of Memory' :
> "It is in society that people normally acquire their memories. It is also in society that they recall, recognize, and localize their memories."[5]

খ) 'On the Influence of Society on Memory' :
> "The mind reconstructs its memories under the pressures of society."[6]

গ) 'On the Role of Language in Collective Memory' :
> "Verbal conventions constitute what is at the same time the most elementary and the most stable framework of collective memory."[7]

ঘ) 'On the Reciprocal Relationship Between Individual and Collective Memory':
> "One may say that the individual remembers by placing himself in the perspective of the group, but one may also affirm that the memory of the group realizes and manifests itself in individual memories."[8]

ঙ) 'On the Reconstruction of the Past' :
> "In each epoch memory reconstructs an image of the past that is in accord with the predominant thoughts of the society."[9]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে তাই যে বিভিন্ন parameters আছে, তা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ পদ্ধতিকেও সমৃদ্ধ করে, প্রভাবিত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যিনি সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ করছেন তিনি এই সমাজের একজন সামাজিক এবং তিনিও বিভিন্ন দর্শন, অভিজ্ঞান, মতবাদ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। মানুষ হিসেবে তার narrative এ কিছু ঘটনার exaggeration এসে যেতে পারে, কিছু তথ্য বিকৃতি বা পক্ষপাতযুক্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর যুক্তি প্রদর্শিত হতে পারে। পাঠক হিসেবে তাই ইতিহাস বা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকালে এটি ভুলে গেলে চলবে না, পাঠকের পাঠক প্রতিক্রিয়া একটি বিশেষ নির্মাণকে মূল্যবান করে। এখানে স্মৃতি ও ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক সাহিত্যকে যখন সমালোচনামূলক, তথ্যবহুল, ধারাবাহিক পরিবেশনকে প্রভাবিত করে তখন সাহিত্য - ইতিহাস নির্মাণের বিনির্মাণ অনিবার্য। Pierre Nora এর 'Lieux de Mémoire' এ বলেছেন-

> "Memory and history, far from being synonymous, appear now to be in fundamental opposition. Memory is life, borne by living societies founded in its name… History, on the other hand, is the reconstruction, always problematic and incomplete, of what is no longer." (p. 8)[10]

— স্মৃতি অধ্যয়ন এর মতো ইতিহাস, ইতিহাসের নির্মাণ অনেকটাই বিনির্মিত। স্মৃতি ও ইতিহাস মানুষের অতীত নিয়ে কাজ করে, সেখানে কিছু গরমিল পেলেই রচয়িতা নিজস্ব তা চাপিয়ে তথ্য ঘাটতি মেটাতে গিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন; যা কোনও মতেই অনভিপ্রেত নয়।

Paul Ricoeur এর Memory, History, Forgetting - এ দেখিয়েছিলেন যে, "Memory is not a passive repository of facts, but an active force in shaping identity." তিনি এও বলেছেন -

> ক) Personal identity is a temporal identity.[11a]
>
> খ) The memory is, in fact, capable of recalling joy without being joyful and sadness without being sad.[11b]
>
> গ) The duty of memory is the duty to do justice, through memories to an other than the self.[11c]

— এই আত্মসত্তার বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র আত্মগত একক উচ্চারণ যথেষ্ট নয়,সেখানে সামাজিক সংযোগ থাকতে হবে। এই স্মৃতি, তা জীবনের হোক বা সাহিত্যের হোক বা ইতিহাসের সেখানে সত্য উপস্থাপন, নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি, কথকের 'morality towards writting history, literature' কে উপস্থাপিত করে। "Literature is the memory of a nation" — এ ধারণার প্রয়োগ তাই অমূলক নয়। Aleksander Solzhenitsyn সাহিত্যের মূল্যায়ন, গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় সমমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন -

> "Thus it becomes the living memory of the nation."[12]

সাহিত্য শুধু নান্দনিক বিষয়ে আবদ্ধ নয়। আধুনিক জীবনের জটিলতা তাকে বহুমুখী করে তুলেছে। সাহিত্য শুধু রচয়িতা একলা আলাপ নয়, সেখানে সমাজের পদচারনা স্পষ্ট; সামাজিক ঘটনার প্রতিফলন মান্যতা পেয়েছে শুরু থেকে। এক জীবন্ত সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে সাহিত্য। সেই সাহিত্য মন্থনে সময় তার সর্বাত্মক রূপ নিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। একটি বিশিষ্ট যুগের সাহিত্য তাই বিশেষ পাঠ নির্মাণ করে, জনজাতির জীবনের চর্যাপদ রচনা করে, অতিবাহিত জীবনের স্মৃতির ভাষ্য সৃজন করে। তাই বাংলা শুধু নয়, যে কোনও সাহিত্যের ইতিহাসে, সাহিত্যের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ তুলে ধরতে গিয়ে তার জীর্ণ,দীর্ণ জীবন যাপনের দিনের ভালো লাগা, মন্দ লাগা মিশে যায়। সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতির যাপন যে ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে সেই ক্ষত ইতিহাস, ইতিহাস নির্মাণকারীর স্বরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। parition যেমন আমাদের ইতিহাস ও সাহিত্য ইতিহাস নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে। কারণ -

> "...a human voice that cries out from the wound."[13]

—সাহিত্য শুধু নান্দনিক অনুভূতি বা রচনার ভুবন নয়; এটি সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অন্তর্লীন স্রোতকে ধারণ করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১.১ সাহিত্য, ইতিহাস ও স্মৃতি : সাহিত্যকে আমরা সাধারণত নান্দনিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্র হিসেবে দেখি। কিন্তু ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যতাত্ত্বিকরা দীর্ঘদিন ধরেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সাহিত্য কেবল শিল্প নয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতির অভিজ্ঞতার এক জীবন্ত আর্কাইভ। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি কাব্য, উপন্যাস, নাটক বা প্রবন্ধ আসলে কোনও না কোনওভাবে সময়ের সামাজিক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক স্মৃতি এবং রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসচর্চায় স্মৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Pierre Nora লিখেছিলেন -

> "Memory is life, borne by living societies founded in its name. It remains in permanent evolution, open to the dialectic of remembering and forgetting, unconsciousonits successive deformations, vulnerable to manipulation and appropriation, susceptible to being long dormant and periodically revived. History, on the other hand, is the reconstruction, always problematic and incomplete, of what is no longer."[14]

এই উক্তিটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাহিত্য ইতিহাস শুধু ঘটনাপঞ্জি নয়, বরং স্মৃতিকে ধারণ ও পুনর্গঠনের এক মাধ্যম। এই অনুভাবনার সীমানা একটু প্রসারিত হলেই সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের পদ্ধতিরও বিনির্মাণ ঘটে।

১.২ বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপট : বাংলা সাহিত্য ইতিহাস রচনার একটি দীর্ঘ ধারা আছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম সুসংবদ্ধভাবে History of Bengali Literature রচনা করেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে মূলত আঞ্চলিকতা ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায়ও স্মৃতির এক শক্তিশালী উপাদান কাজ করেছে — প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোয় পুনর্নির্মাণ এই ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য ও স্মৃতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে সাহিত্যের পথে প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে : "সাহিত্য সমাজের স্মৃতি, সাহিত্য সমাজকে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখায়।" তাঁর এই ধারণা দেখায় যে সাহিত্য ইতিহাস আসলে জাতিগত স্মৃতির প্রতিফলন।

১.৩ স্মৃতি অধ্যয়ন (Memory Studies)-এর উত্থান : বিশ্ব সাহিত্যের গবেষণায় ২০শ শতকের শেষভাগে 'Memory Studies' এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। Maurice Halbwachs তাঁর On Collective Memory (1992)-এ দেখিয়েছিলেন যে স্মৃতি কখনও ব্যক্তিগতভাবে গড়ে ওঠে না, বরং সামাজিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে Paul Ricoeur (Memory, History, Forgetting, 2004) ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে স্মৃতি ও বিস্মৃতি মিলে ইতিহাসকে গড়ে তোলে।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই তত্ত্বগুলির প্রয়োগ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। যেমন দেশভাগের সাহিত্যকে শুধু ট্র্যাজেডির দলিল হিসেবে নয়, বরং এক গভীর সামষ্টিক স্মৃতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও পড়া যায়।

১.৪ গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা : এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — স্মৃতি অধ্যয়নের আলোকে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে পুনরায় চিন্তা করা। কেননা, -

> "It is in the testimony that memory and history are tied togethe. Without the testimony of memory, history would be condemnedto the incompleteness of traces that can never be totally interpreted."[15]

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে যদি কেবল কালক্রমিক ধারায় পাঠ করা হয়, তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বরং স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সাহিত্য এবং সাহিত্য ইতিহাসের পুনর্লিখন ও পুনর্পাঠ প্রয়োজন। কারণ -

> "It is the duty of history to be more critical than collective memory, which is always threatened by the abuse of memory and forgetting."[16]

২ : স্মৃতি অধ্যয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি :

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২.১ Collective Memory ধারণা; তথা স্মৃতি অধ্যয়নের আলোচনায় সর্বাগ্রে আসেন Maurice Halbwachs। তাঁর মতে—

> "It is in society that people normally acquire their memories. It is also in society that they recall, recognize, and localize their memories."[17]

— অর্থাৎ স্মৃতি কখনও একক ব্যক্তির সম্পদ নয়; বরং সামাজিক কাঠামো ও গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার মধ্যে তৈরি হয়।বাংলা সাহিত্যে এই ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায় লোকসাহিত্য, বাউল গান, মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীতে। এগুলো কেবল একক কবির সৃজন নয়, বরং একটি সমাজ ও সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তাই সাহিত্য ইতিহাসে এ ধরনের রচনা পড়তে হলে তাকে কেবল গ্রন্থ নয়, বরং একটি 'collective memory text' হিসেবে ভাবতে হয়।

২.২ Pierre Nora-র Lieux de Mémoire: Halbwachs-এর পর স্মৃতি অধ্যয়নের আরেকটি বড় ধারা তৈরি করেন Pierre Nora। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে যখন জীবন্ত ঐতিহ্য ভেঙে যায়, তখনই 'স্মৃতিস্থান' (lieux de mémoire) তৈরি হয়। Nora লিখেছেন যে –

> "Lieux de mémoire are created by a play of memory and history. They exist because of their capacity to stop time, to block the work of forgetting."[18]

— বাংলার প্রেক্ষাপটে 'স্মৃতিস্থান' হিসেবে দাঁড় করানো যায় তার সম্পূর্ণ Partition Literature- কে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, যা জাতীয়তাবাদী স্মৃতির প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, যা আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত স্মৃতি। এই প্রতিটি সাহিত্যকর্ম সাহিত্য ইতিহাসের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এক একটি 'memory site' হয়ে উঠেছে।

২.৩ Paul Ricoeur : Memory, History, Forgetting : Paul Ricoeur-এর Memory, History, Forgetting (2004) বইটি স্মৃতি অধ্যয়নের আধুনিক তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। তাঁর মতে, -

> "... the historian's task is to interpret and to explain traces, to establish meaning and coherence, while respecting the weight of the past and not falsifying it.[19]

এবং -

> "History is the critical discourse on memory, it makes explicit what memory implies only implicitly and imposes a structure of explanation."20

— এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পড়লে বোঝা যায় -

1. স্মৃতি (Memory): লোকসাহিত্য, বাউলগান, দেশভাগের কাহিনি ইত্যাদি।
2. ইতিহাস (History): সাহিত্য ইতিহাসবিদদের লিখিত ধারাবিবরণী।
3. বিস্মৃতি (Forgetting): নারী, দলিত বা প্রান্তিক লেখকদের সাহিত্যকে দীর্ঘদিন বাদ দেওয়া।

অতএব, Ricoeur-এর আলোচনায় বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে বহু স্তরের স্মৃতি-বিস্মৃতির রাজনীতি ধরা পড়ে।

২.৪ স্মৃতির রাজনৈতিক ব্যবহার : Eric Hobsbawm এবং Terence Ranger তাঁদের The Invention of Tradition (1983) গ্রন্থে বলেছেন –

> "Traditions which appear or claim to be old are often quite recent in origin and sometimes invented."[21]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসেও দেখা যায় — অনেক ধারাকে 'ঐতিহ্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, যা আসলে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ —

1. ঊনবিংশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীকে জাতীয়তাবাদী আলোয় পুনর্নির্মাণ।
2. মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যকে 'হিন্দু-জাতীয় ঐতিহ্য'র প্রতীক করে তোলা।
3. স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে স্মৃতির আইকনে পরিণত করা ইত্যাদি।

২.৫ ব্যক্তিগত বনাম সামষ্টিক স্মৃতি : Aleida Assmann, "Cultural Memory and Early Civilization" লিখেছেন যে -

> "Individual memory dies with the body, but cultural memory survives through texts, images, and rituals."[22]

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় — ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া সাহিত্য ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন - জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা কবিতার ব্যক্তিগত নস্টালজিয়া পরবর্তীকালে বাঙালির সামষ্টিক স্মৃতি হয়ে দাঁড়ায়।

২.৬ তাত্ত্বিক আলোচনার সংক্ষেপ : সব মিলিয়ে বলা যায়, স্মৃতি অধ্যয়নের এই তত্ত্বগুলো — Halbwachs-এর 'collective memory', Nora-র 'lieux de mémoire', Ricoeur-এর 'memory-history-forgetting' এবং Hobsbawm-এর 'invention of tradition' — বাংলা সাহিত্য ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলো আমাদের শেখায় যে সাহিত্য ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক রচনার তালিকা নয়, বরং স্মৃতি, পরিচয়, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মিলিত রূপ।

৩ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখন ও স্মৃতির ভূমিকা :

৩.১ সাহিত্য ইতিহাসের ধারা : একটি পর্যালোচনা : বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে আমরা প্রথম দিকে দু'ভাবে দেখতে পাই—

১. প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও উপনিবেশিক দৃষ্টি : এখানে সাহিত্যের মূল্যায়ন হয়েছিল ইউরোপীয় মানদণ্ডে।

২. জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি : এখানে সাহিত্যের মূল্যায়ন হয়েছিল জাতিসত্তার প্রতীক হিসেবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন ইউরোপীয় ধাঁচে বাংলা কাব্যের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে জাতীয়তাবাদী স্মৃতির প্রতীকে পরিণত করেছিলেন।

৩.২ দীনেশচন্দ্র সেন ও লোকস্মৃতি : দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম সাহিত্য ইতিহাস রচনায় লোকসাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর History of Bengali Literature (1911) এবং Eastern Bengal Ballads (1923) গ্রন্থ প্রমাণ করে যে তিনি লোককথা, লোকগীতি ও আঞ্চলিক কাব্যকে জাতিস্মৃতির আর্কাইভ হিসেবে দেখেছিলেন।তিনি লিখেছেন -

> "Our ballads and folk songs are the living voices of the people; they preserve their joys, sorrows, struggles, and beliefs."[23]

— এভাবে লোকস্মৃতি জাতীয় সাহিত্য ইতিহাসে স্থান পেলেও, তার পাঠ ছিল জাতীয়তাবাদী আবেগে রঞ্জিত। একদিকে এই প্রয়াস প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছিল, অন্যদিকে তার রাজনৈতিক ব্যবহারের ঝুঁকি রয়ে গিয়েছিল।

৩.৩ রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য সমাজের স্মৃতি : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে "সাহিত্য = সমাজের স্মৃতি" ধারণাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, "সাহিত্য আমাদের সামাজিক জীবনের সঞ্চিত রসধারা; সমাজের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যেই প্রতিফলিত।" অর্থাৎ, সাহিত্য ইতিহাসকে কেবল গ্রন্থতালিকা হিসেবে দেখলে চলবে না; তাকে দেখতে হবে সমাজচেতনার প্রতিফলন হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সাহিত্য ইতিহাসচর্চায় স্মৃতির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩.৪ সাহিত্য ইতিহাসে বিস্মৃতি ও নিঃশব্দতা : বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে অনেক কিছুই বাদ পড়েছে — বিশেষ করে নারী লেখক, প্রান্তিক লেখক, আঞ্চলিক সাহিত্য। যেমন —

ক) স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল।

খ) দলিত সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য মূলধারার ইতিহাসে তেমন স্থান পায়নি।

গ) প্রবাসী বাঙালির সাহিত্যও প্রায় বিস্মৃত। Paul Ricoeur বলেছেন -

> "The word figures in the title of this of this work, on an equal footing with memory and history. The phenomenon indeed has the same scope as the two great classes of phenomena relating to the past; it is the past, in its twofold mnemonic and historical dimension, that is lost in forgetting; the destruction of archives, of museums, of cities— those of of past history— is equivalent of forgetting wherever there had been a trace. But forgetting is not only the enemy of memory and history. One of these to which I am most attached is that there also exists a reserve of forgetting, which can be a resource for memory and for history, although there is no way to draw up a score sheet for this battle of the giants. This double valence of forgetting is comprehensible only if the entire problematic of forgetting is carried to the level of the historical condition that underlies the totality of our relations to time. Forgetting is the emblem of the vulnerability of the historical condition taken as a whole.

৩.৫ ঔপনিবেশিক প্রভাব : উপনিবেশিক শিক্ষা ও প্রাচ্যতত্ত্ব বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করেছিল। Thomas Babington Macaulay-এর "Minute on Indian Education" (1835) যে ইউরোপকেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ চাপিয়ে দিয়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য ইতিহাস লেখাতেও।বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগীয়, আধুনিক ইত্যাদি ইউরোপীয় শ্রেণিবিন্যাসে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি লেখকরা এই কাঠামোকে জাতীয়তাবাদের আলোয় রূপান্তরিত করেছিলেন।

৩.৬ আধুনিক গবেষণা ও স্মৃতি : বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুকুমার সেন, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্য-ইতিহাসবিদরা আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন। তবুও তাঁদের কাজের ভেতরে "memory politics" থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রায়শই হিন্দু সমাজচেতনার প্রতিনিধিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যদিও তা বহুস্বরী অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার।

৩.৭ সাহিত্য ইতিহাস ও স্মৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক : স্মৃতি ছাড়া সাহিত্য ইতিহাস অসম্পূর্ণ, আবার সাহিত্য ইতিহাস ছাড়া স্মৃতি অগোছালো। সাহিত্য ইতিহাস স্মৃতিকে আকার দেয়, আর স্মৃতি সাহিত্য ইতিহাসকে জীবন্ত রাখে। Jan Assmann লিখেছেন -

> "The conept of cultural memory comprises that the body of reusable texts, images and rituals specific to each society in each epoch, whose 'cultivation 'serves to stabilize and convey that society's self-image."[25]

— বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও জাতির 'self-image' গঠনের এক মৌলিক প্রক্রিয়া।সব মিলিয়ে দেখা যায় — বাংলা সাহিত্য ইতিহাস কেবল সাহিত্যিক তথ্যের ধারাবিবরণী নয়, বরং স্মৃতির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক পুনর্গঠন। কখনও তা লোকস্মৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, কখনও আবার প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে বাদ দিয়েছে। ফলে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের পাঠ মানে আসলে স্মৃতির রাজনীতি পড়া।

৪ : উপনিবেশ ও জাতীয়তাবাদের স্মৃতি :

৪.১ উপনিবেশের স্মৃতি : আধিপত্য ও জ্ঞানচর্চা : ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শাসন কায়েম করেনি, বরং জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য ইতিহাস রচনার ভেতর দিয়েও একটি বিশেষ স্মৃতি তৈরি করেছিল। Thomas Macaulay-এর Minute on Indian Education (1835) স্পষ্টভাবে বলেছিল যে ভারতীয়দের "European

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

knowledge"-এর মাধ্যমে শিক্ষিত করতে হবে। এর ফলে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় মানদণ্ড, শ্রেণিবিভাগ ও ক্যানন ব্যবহৃত হয়। Edward Said-এর Orientalism (1978)-এ তিনি দেখিয়েছেন, ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে একধরনের 'অন্যতা' (Otherness) হিসেবে নির্মাণ করে। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও সেই উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ — বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে 'Dark Age' বা 'Medieval stagnation' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, যা ইউরোপীয় ইতিহাসচর্চার অনুবৃত্তি।

৪.২ জাতীয়তাবাদী স্মৃতির উত্থান : তবে একতরফা উপনিবেশিক কাঠামো টিকে থাকেনি। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী স্মৃতির উত্থান ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যকে দেখা হয়েছিল জাতীয় চেতনা নির্মাণের উপকরণ হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখেছিলেন যে : "জাতির সাহিত্যই জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি।" এই উক্তি দেখায় যে সাহিত্য ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা।

৪.৩ দীনেশচন্দ্র সেন ও লোকসাহিত্য : এক জাতীয়তাবাদী প্রয়াস : দীনেশচন্দ্র সেন যখন History of Bengali Literature (1911) লিখলেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ পাঠকদের সামনে প্রমাণ করা যে বাংলারও একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য-ঐতিহ্য আছে। তিনি লোককাহিনী, বাউলগান, বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্য ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করলেন, যা জাতীয়তাবাদী স্মৃতিকে শক্তিশালী করে। তিনি লিখেছিলেন - "The songs of Chandidas, Vidyapati, and the anonymous ballads are not mere poetry; they are the nation's soul speaking in its own idiom."

৪.৪ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপনিবেশ ও স্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এক স্বাধীন সাংস্কৃতিক স্মৃতি গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের পথে গ্রন্থে তিনি বলেন - "আমাদের সাহিত্যই আমাদের সমাজের ইতিহাস, সেই সাহিত্যেই আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব খুঁজে পাই।" রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাসকে একপ্রকার 'living memory' হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য কেবল অতীতের দলিল নয়, বরং জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের শক্তি।

৪.৫ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা : যদিও জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ইতিহাস উপনিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শক্তি জুগিয়েছিল, তবুও এর ভেতরেও বাদ ও বিস্মৃতি ছিল। যেমন -

ক) মুসলিম সাহিত্যকে মূলধারায় তেমন স্থান দেওয়া হয়নি।

খ) নারীর সাহিত্য প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে।

গ) আঞ্চলিক ও লোকভাষার সাহিত্যের মর্যাদা কমিয়ে দেখা হয়েছে।

— Gayatri Chakravorty Spivak-এর বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক : 'The subaltern cannot speak' অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী স্মৃতিও প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে নীরব করে দিয়েছে।

৪.৬ সাহিত্য ইতিহাসে দ্বৈত স্মৃতি : উপনিবেশ বনাম জাতীয়তাবাদ : উপনিবেশিক কাঠামো বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে এক ধরনের পশ্চিম-কেন্দ্রিক ধারায় বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, আর জাতীয়তাবাদ সেটিকে উল্টে দিয়ে দেশীয় স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়— এই দুই প্রবণতা একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। Dipesh Chakrabarty Provincializing Europe (2000)-এ লিখেছেন -

> "This 'first in Europe, then elsewhere 'structure of global historical time was historicist; different non-Western nationalisms would later produce local versions of the same narrative, replacing 'Europe' by some locally constructed center.[26]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

— অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ইতিহাসও আসলে উপনিবেশিক ছক থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। উপনিবেশ ও জাতীয়তাবাদ দুই-ই বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের স্মৃতিকে প্রভাবিত করেছে। একদিকে ইউরোপীয় মানদণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ নতুন এক সাংস্কৃতিক স্মৃতি নির্মাণ করেছিল। ফলত সাহিত্য ইতিহাস এক দ্বন্দ্বময় স্মৃতির ভাণ্ডার— যেখানে আধিপত্য ও প্রতিরোধ, বিস্মৃতি ও স্মরণ— সব একসঙ্গে কাজ করেছে।

৫ : প্রান্তিক কণ্ঠস্বর ও বিস্মৃত স্মৃতি :

৫.১ ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ভেতরে যেমন জাতীয়তাবাদী স্মৃতি ও উপনিবেশিক প্রভাব কাজ করেছে, তেমনই কাজ করেছে একধরনের নীরবতা বা exclusion। এই নীরবতার ভেতরেই হারিয়ে গেছে প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা ও কণ্ঠস্বর। সাহিত্য ইতিহাস কেবল যে 'স্মৃতি' গড়ে তোলে তা নয়, বরং কোন স্মৃতি সংরক্ষিত হবে আর কোনটা বিস্মৃত হবে — সেই সিদ্ধান্তও নেয়। Pierre Nora বলেছিলেন -

"Memory is always selective; it remembers by forgetting."[27]

—বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের ভেতরে এই বাছাই প্রক্রিয়া স্পষ্ট।

৫.২ নারী লেখকদের বিস্মৃত স্মৃতি : বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে নারী লেখকদের অবদান দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। স্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ (1876), কাহাকে (1898) প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন আলো ফেলেছিল, কিন্তু তাঁকে টেক্সটবুকের মূলধারায় জায়গা দেওয়া হয়নি।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের Sultana's Dream (1905) নারীবাদী ইউটোপিয়ার একটি অমূল্য দলিল, কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসে এটি দীর্ঘদিন 'marginal' টেক্সট হিসেবে থেকেছে।

রাসসুন্দরী দাসী, প্রভা দেবী, অনুরূপা দেবী, সরোজিনী দত্ত প্রমুখ নারীর অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের নামও বিস্মৃতির আড়ালে। Virginia Woolf-এর বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে –

"Anon, who wrote so many poems without signing them, was often a woman."[28]

—অর্থাৎ সাহিত্য ইতিহাস নারীর কণ্ঠকে আড়াল করেছে।

৫.৩ মুসলিম সাহিত্য ও পরিচয়ের সংকট : বাংলা সাহিত্যের মূলধারার ইতিহাসে মুসলিম লেখকদের উপস্থিতি প্রায়শই প্রান্তিককৃত। সৈয়দ মুস্তাফা আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কায়কোবাদ প্রমুখ মুসলিম লেখক সাহিত্য ইতিহাসে পর্যাপ্ত স্থান পাননি। ইসলামি আধ্যাত্মিক সাহিত্য (যেমন পীর-আউলিয়াদের গান) 'লোকসাহিত্য' নামে আলাদা করে রাখা হয়েছে, কিন্তু 'মূল সাহিত্য' ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয় সংকট সাহিত্য ইতিহাসের ভেতরে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এখানে Partha Chatterjee-এর The Nation and Its Fragments (1993) প্রাসঙ্গিক—তিনি বলেছেন জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা প্রায়শই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'fragment' করে রেখেছে।

৫.৪ দলিত ও নিম্নবর্গীয় সাহিত্য : এক নিঃশব্দ আখ্যান : দলিত ও নিম্নবর্গীয় মানুষের সাহিত্য ইতিহাসও মূলধারার বাইরে রাখা হয়েছে। দলিত রচনা দীর্ঘদিন সাহিত্য ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য বা পালাগান প্রায়শই উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অথচ এগুলি ছিল গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তার বহুস্বর, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক আখ্যান বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক চর্চার অধীন অনেক পড়ে হয়েছিল। 'শ্রমজীবী সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কখনো গুরুত্ব পায়নি, যদিও তা সমাজ স্মৃতির অপরিহার্য অংশ। Gayatri Spivak এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন – 'The subaltern cannot speak.' অর্থাৎ, প্রান্তিক কণ্ঠস্বর ইতিহাসচর্চায় নিঃশব্দ করে দেওয়া হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫.৫ প্রবাসী বাঙালি সাহিত্য : আরেক বিস্মৃত আখ্যান : প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য (বাংলাদেশি, ইউরোপ বা আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালি লেখকদের লেখা) সাহিত্য ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। অথচ অভিবাসনের অভিজ্ঞতা, ভাষা ও পরিচয়ের সংকট, দ্বৈত সংস্কৃতির টানাপড়েন — এগুলো বাঙালির সাংস্কৃতিক স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ উদাহরণস্বরূপ — সেলিনা হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক প্রবাস-সংলগ্ন অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন।সাম্প্রতিক প্রবাসী কবিদের লেখা যেমন 'diasporic memory' -এর দলিল।

৫.৬ সাহিত্য ইতিহাস ও বিস্মৃতির রাজনীতি : Eric Hobsbawm বলেছেন -

> "Nations without a past are contradictions in terms. What makes a nation is the past, what justifies one nation against others is the past, and historians are the people who produce it."[29]

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও এক ধরনের legitimization project। এখানে কিছু স্মৃতি রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের স্বার্থে সংরক্ষিত হয়েছে, আবার কিছু স্মৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। ইতিহাসকার, সাহিত্য-ইতিহাসকার এই দলিল নির্মাণ করেছেন। এই বাছাই প্রক্রিয়াই আসলে স্মৃতির রাজনীতি।ব্যক্তিগত বনাম সামষ্টিক স্মৃতির লড়াইয়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের ফসল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যদি কেবল টেক্সটের ইতিহাস না হয়ে সমাজস্মৃতির ইতিহাস হয়, তবে সেখানে প্রান্তিক কণ্ঠস্বরের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী, মুসলিম, দলিত, শ্রমজীবী ও প্রবাসী সাহিত্যকে বাদ দিয়ে তৈরি ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ নয়।

> "Silences enter the process of historical production at four crucial moments; the moment of fact creation (the making of sources); the moment of fact assembly (the making of archives); the moment of fact retrieval (the making of narratives); and the moment of retrospective significance (the making of history in the final instance."[30]

—অতএব, সাহিত্যের ইতিহাসকে পুনর্লিখন করতে হবে বিস্মৃত ও প্রান্তিক স্মৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবেই এটি সত্যিকারের জাতিস্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

৬ : স্মৃতি, আধুনিকতা ও সাহিত্য ইতিহাসের পুনর্লিখন :

৬.১ ভূমিকা : বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। উপনিবেশ-পরবর্তী প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা, এবং বিশ্বায়ন-উত্তর আধুনিক সমাজের প্রভাব — সব মিলিয়ে সাহিত্য ইতিহাসকে শুধু অতীতচর্চা নয়, বরং পুনর্লিখন (rewriting) ও পুনর্বিবেচনা (reconsideration)-এর একটি প্রক্রিয়া করে তুলেছে। অর্থাৎ সাহিত্য ইতিহাস কোনো স্থির দলিল নয়, বরং চলমান পুনর্লিখনের একটি প্রকল্প।

৬.২ আধুনিকতাবাদ ও সাহিত্য ইতিহাসের রূপান্তর : বাংলা আধুনিকতাবাদ (১৯৩০–১৯৬০ দশক) সাহিত্য ইতিহাসের ধারণাকে বদলে দেয়। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ আধুনিক কবি 'individual memory'-কে সাহিত্যিক করে তোলেন। পূর্বের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস যেখানে 'collective memory'-কে প্রধান করে তুলেছিল, সেখানে আধুনিকতাবাদ ব্যক্তির স্মৃতিকে কেন্দ্রে আনে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'রূপসী বাংলা'-তে যেমন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্মৃতি মিশে যায়।

৬.৩ উত্তর-আধুনিকতা ও স্মৃতির বহুস্বর : উত্তর-আধুনিক পর্বে (১৯৭০–বর্তমান) সাহিত্য ইতিহাসের লেখন আরও বহুবিধ হয়ে ওঠে। দলিত সাহিত্য, নারীবাদী সাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্য, প্রবাসী সাহিত্য — সব একসঙ্গে ইতিহাসের ভেতরে স্থান পেতে শুরু করে। স্মৃতি আর একরৈখিক নয়, বরং বহুস্বরিক (polyphonic)। Linda Hutcheon A Poetics of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Postmodernism (1988) - এ বলেছেন যে - "Postmodernism does not reject history; it questions the authority of any single narrative." বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও এই বহুস্বরিক স্মৃতিচর্চার ভেতর দিয়ে পুনর্লিখিত হচ্ছে।

৬.৪ সাহিত্য ইতিহাসে 'counter-memory' এর সহাবস্থান : Michel Foucault-এর ধারণা অনুযায়ী, counter-memory (বিপরীত স্মৃতি) হল সেইসব স্মৃতি যা প্রভাবশালী ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে।) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এর প্রয়োগ দেখা যায়—

ক) নারীবাদী সাহিত্য পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করেছ।

খ) দলিত সাহিত্য উচ্চবর্ণকেন্দ্রিক ইতিহাসকে প্রশ্ন করেছে।

গ) প্রবাসী সাহিত্য জাতীয় সীমানাকেন্দ্রিক ইতিহাসকে ভেঙে দিয়েছে।

— ফলে সাহিত্য ইতিহাস আর 'একক স্মৃতি'-র কাহিনি নয়, বরং বহুমুখী স্মৃতির সংঘর্ষ ও সহাবস্থান।

৬.৫ ডিজিটাল আর্কাইভ ও নতুন স্মৃতি : ডিজিটাল যুগে স্মৃতির ধারণা আরও পরিবর্তিত হচ্ছে। অনলাইন আর্কাইভ (যেমন Bichitra Project for Tagore, Digital South Asia Library) সাহিত্য ইতিহাসকে সহজলভ্য করছে। সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ, অনলাইন সাহিত্যপত্র নতুন ধরনের 'collective memory' তৈরি করছে। মৌখিক সাহিত্য, আঞ্চলিক গীতি, এমনকি সমকালীন ছোট পত্রিকা এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত হচ্ছে, যা আগে বিস্মৃতির ঝুঁকিতে ছিল।

৬.৬ পুনর্লিখন ও সমালোচনামূলক ইতিহাসচর্চা : বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের পুনর্লিখনের অন্যতম কাজ হল—

ক) প্রান্তিক ও উপেক্ষিত স্মৃতিকে ইতিহাসচর্চা।

খ) ইউরোপ কেন্দ্রিক কাঠামো থেকে মুক্তি নেওয়া।

গ) জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা।

ঘ) বহুস্বরিক অভিজ্ঞতাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া।

Dipesh Chakrabarty-এর Provincializing Europe (2000)-এর আলোকে বলা যায়— বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে 'provincialize' করতে হবে, অর্থাৎ ইউরোপকেন্দ্রিক কাঠামোর বাইরে এনে স্বকীয় স্মৃতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার আলোকে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস কেবল গ্রন্থতালিকা নয়, বরং এক চলমান স্মৃতি-প্রকল্প। এতে স্মৃতির বহুস্বর, ডিজিটাল প্রযুক্তির হস্তক্ষেপ, এবং প্রান্তিক কণ্ঠস্বরের অন্তর্ভুক্তি— সব মিলিয়ে ইতিহাস এক নতুন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। "To rewrite literary history is to rewrite the memory of a nation."

৭ : উপসংহার : এই প্রবন্ধে আমরা স্মৃতি অধ্যয়ন ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছি। প্রাথমিক আলোচনায় দেখা গেল— সাহিত্য ইতিহাস কেবল সাহিত্যিক তথ্যের কালানুক্রমিক বর্ণনা নয়, বরং এটি এক বিশেষ স্মৃতি-রাজনীতি (memory politics)। সাহিত্য ইতিহাসে কী রাখা হবে আর কী বাদ যাবে, তা নির্ধারণ করে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাবশালী শক্তি।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনায় উঠে এসেছে—

অধ্যায় ১-২ : সাহিত্য ইতিহাস ও স্মৃতি অধ্যয়নের মৌল ধারণা।

অধ্যায় ৩ : দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মাধ্যমে সাহিত্য ইতিহাসে স্মৃতির অন্তর্ভুক্তি।

অধ্যায় ৪ : উপনিবেশ ও জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বময় স্মৃতি।

অধ্যায় ৫ : নারী, মুসলিম, দলিত, প্রবাসী সাহিত্য— যারা মূলধারার বাইরে রয়ে গেছে।

অধ্যায় ৬ : আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা ও পুনর্লিখনের প্রক্রিয়া।

অধ্যায় ৭ : সাহিত্য ইতিহাসে স্মৃতির দ্বৈত চরিত্র।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্মৃতি যেমন সংরক্ষণ করে, তেমনি বিস্মৃতিও ঘটায়। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের মধ্যে এই দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট— বৈষ্ণব পদাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে সংরক্ষণ করা হয়েছে 'জাতিস্মৃতি' হিসেবে, কিন্তু নারী, মুসলিম, শ্রমজীবী, দলিত কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন বিস্মৃতির আড়ালে।

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে সমালোচনামূলক পুনর্লিখনের কাজ এখন অপরিহার্য। প্রান্তিক স্মৃতির অন্তর্ভুক্তি : নারী, দলিত, মুসলিম ও প্রবাসী সাহিত্যকে কেন্দ্রে আনা। ডিজিটাল স্মৃতি-সংরক্ষণ : অনলাইন আর্কাইভ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিস্মৃত সাহিত্যকে উদ্ধার করা। বহুস্বরিক ইতিহাসচর্চা তথা, একরৈখিক জাতীয়তাবাদী কাহিনির পরিবর্তে বহুস্বর ও বহুজাতিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া। উপনিবেশিক কাঠামোর বাইরে চিন্তা : ইউরোপকেন্দ্রিক শ্রেণিবিন্যাস ভেঙে আঞ্চলিক ও দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা। আগামী দিনে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস হবে এক 'plural memory project' —যেখানে কোনো একক কণ্ঠ বা প্রভাবশালী ধারা নয়, বরং বহুস্বর, বৈচিত্র্য এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতা সমানভাবে স্থান পাবে।অতএব, বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও প্রতিনিয়ত পুনর্লিখিত হবে নতুন প্রজন্মের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও প্রশ্নকে সঙ্গে নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মানে আসলে জাতির স্মৃতি-ভাণ্ডারের নির্মাণ। এটি কেবল অতীতের পুনর্নির্মাণ নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশা। তাই সাহিত্য ইতিহাসের পাঠ আমাদের শেখায়। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস।

Reference:

1 a. Benjamin, W. (1969). Thesis on the Philosophy of History (Thesis vi), in Illuminations : Essays and Reflections (H. Aren't, Ed. : H. Zhongshan, Trans. : Schocken Books, pp 261
1 b. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, (K.Blamey & D. Pellauer, trams.), University of Chicago Press, pp 3
2. Stein, M. A. (1900). Kalhaṇa's Rājataraṅgiṇī : A Chronicle of the Kings of Kaśmir. Vol. I : Introduction, Books I–VII (Translation with Notes and Appendices). Westminster : Archibald Constable & Co. Text verses I.7 and I.19–21 → pp. 3–5. Commentary → pp. 6–7. (2a & 2b)
3. Thapar, Ancient Indian Social History : Some Interpretations, New Delhi: Orient Longman, 1978, p. 298
4. Thapar, The Past as Present, New Delhi : Aleph Book Company, 2014, p. 47
5. Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory (L. A. Coser, Trans.), University of Chicago Press. p. 92
6. Halbwachs, M. Same as above, On Collective Memory, p. 51
7. Halbwachs, M. Same as above, On Collective Memory, p. 106
8. Halbwachs, M. Same as above, On Collective Memory, p.106
9. Halbwachs, M. Same as above, On Collective Memory, p. 106
10. Nora, P. (1989). Between Memory and History : Les Lieux de Mémoire. Representations, (7–24).
11a. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, (K.Blamey & D. Pellauer, trams.), University of Chicago Press, p. 123
11b. Ricoeur, P. Same as above, p. 116-117
11c. Ricoeur, P. Same as above, p. 107
12. Solzhenitsyn, Aleksandr, Noble lecture delivered.10th December, 1970, text published by the Noble Foundation.
13. Caruth, C. (1996). Unclaimed Experience : Trauma, Narrative and History. Baltimore, John Hopkins University Press, ISBN : 0-8018-5247-1, p 3
14. Nora, P. (1989). Between Memory and History : Les Lieux de Mémoire (Translated by Marc Roudebush), University of California Press, p. 7- 24
15. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, (K.Blamey & D. Pellauer, trams.), University of Chicago Press, p 387
16. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, same as above, p 404

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 89
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 749
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

17. Same as above, On Collective Memory, p.38
18. Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire (Translated by Marc Roudebush), University of California Press, p. 7- 24
19. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, (K.Blamey & D. Pellauer, trams.), University of Chicago Press, p. 387
20. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, same as above, p. 387
21. Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press. p 1
22. Assmann, A. (2011). Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge University Press. p37
23. Sen, D.C. (1923). ed Eastern Bengal Ballads, Calcutta University Press, p xiv
24. Ricoeur, P. Memory History and Forgetting, (K.Blamey & D. Pellauer, trams.), University of Chicago Press, (Prelude to Part III: Forgetting) p. 302 - 303
25. Assmann, J. Collective Memory and Cultural Identity, New German Critique, Spring-Summer, 1995, p 125 -133
26. Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press. p 4
27. Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire (Translated by Marc Roudebush), University of California Press, p. 7-24
28. Woolf, V. (1929). A Room of One's Own. London. Hogarth Press. Penguin Classics ed. p. 49
29. Hobsbawm, E. Ethnicity and Nationalism in Europe Today, appeared in Anthropology Today, vol 8, No 1 (Feb. 1992) p. 3-4
30. Trouillot, M.R. Silencing the Past : Power and the Production of History, Beacon Press, 1995, p. 26